বাংলাদেশের
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়
একাউন্টস এন্ড রিপোর্ট উইং
অডিট ভবন
৭৭/৭, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০
www.cag.org.bd

নং-সিএজি/এএন্ডআর উইং(প্রশা)/২০১৯-২০/১৫/২৬ তারিখ: ১৪-০৬-২০২০ খ্রিঃ।

অফিস আদেশ

বিষয় ঃ **১৯৭১-১৯৭২ অর্থবছর থেকে ২০০৯-২০১০ অর্থবছর পর্যন্ত "সাধারণ আপত্তি" নিষ্পত্তি প্রসঙ্গে**

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত গুরুতর আর্থিক অনিয়মসমূহ ছাড়াও বিপুল সংখ্যক সাধারণ ও অগ্রিম আপত্তি দীর্ঘকাল যাবৎ অনিষ্পন্ন রয়েছে । তন্মধ্যে প্রায় ৮০ ভাগই সাধারণ আপত্তি। উক্ত আপত্তিসমূহের নিষ্পত্তিকরণ প্রক্রিয়ায় নির্বাহী কর্তৃপক্ষ এবং অডিট অধিদপ্তর উভয়েরই বিপুল জনবল, সময় ও সম্পদ নিয়োজিত রাখতে হচ্ছে । অনিষ্পন্ন আপত্তি ব্যবস্থাপনায় উল্লেখযোগ্য জনবল ও সম্পদ নিয়োজিত রাখার ফলে সময় উপযোগী মানসম্পন্ন পারফরমেন্স ও ফিন্যান্সিয়াল অডিট কার্যক্রম কাঙ্খিত মাত্রায় উন্নীত করা সম্ভব হচ্ছে না। তাছাড়াও, চলমান প্রথাগত নিষ্পত্তিমূলক কার্যক্রম ব্যয় সাশ্রয়ী ও কার্যকর (cost effective) বিবেচিত হচ্ছে না।

বর্ণিত প্রেক্ষাপটে অডিট অধিদপ্তর ও নির্বাহী কর্তৃপক্ষের জনবল, অর্থ ও সময়ের সর্বোত্তম ব্যবহার, পেনশন অনুমোদনে ভোগান্তি লাঘব, ঝুঁকি ভিত্তিক ও প্রযুক্তি নির্ভর মানসম্পন্ন পারফরমেন্স ও ফিন্যান্সিয়াল অডিট কার্যক্রম জোরদারকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল ১৯৭১-৭২ অর্থবছর থেকে ২০০৯-১০ অর্থবছর পর্যন্ত সকল সাধারণ আপত্তি নিষ্পত্তি হিসেবে গণ্য করার সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন।

অডিট অধিদপ্তরের মহাপরিচালকগণ সংশ্লিষ্ট মুখ্য হিসাবদানকারী কর্মকর্তা (Principal Accounting Officer) বরাবর সংযুক্ত পত্র (পরিশিষ্ট-১) প্রেরণের মাধ্যমে উক্ত অধিদপ্তরের আওতাধীন ১৯৭১-৭২ থেকে ২০০৯-১০ অর্থবছর পর্যন্ত সকল সাধারণ আপত্তি নিষ্পত্তি করবেন এবং বর্ণিত সাধারণ অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে উক্ত পত্র চূড়ান্ত নিষ্পত্তি পত্র হিসেবে গণ্য হবে । এক্ষেত্রে প্রতিটি আপত্তির জন্য পৃথক নিষ্পত্তি পত্র জারি করার আবশ্যকতা নেই। তবে আপত্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আদালতে কোনো মামলা থাকলে সেক্ষেত্রে আদালতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৪/০৬/২০২০
(মোঃ মাহবুবুল হক)
ডেপুটি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল(এএন্ডআর)
ফোন: ৪৮৩২২০৬৫

সংযুক্ত : ১(এক) পাতা।

---- অডিট অধিদপ্তর
অডিট কমপ্লেক্স
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০ ।

নং

তারিখঃ -০৬-২০১০ খ্রিঃ ।

বিষয়: ১৯৭১-৭২ অর্থবছর থেকে ২০০৯-১০ অর্থবছর পর্যন্ত সকল **'সাধারণ আপত্তি'** নিষ্পত্তি প্রসঙ্গে ।

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের অডিট রিপোর্টে গুরুতর আর্থিক অনিয়মসমূহ অন্তর্ভুক্ত হয় । অডিট রিপোর্টসমূহ রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে জাতীয় সংসদে উপস্থাপিত হয় যা পরবর্তীতে সরকারি হিসাব সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে আলোচিত হয় । রিপোর্টভুক্ত অডিট আপত্তি ছাড়াও বিপুল সংখ্যক সাধারণ ও অগ্রিম আপত্তি দীর্ঘকাল যাবৎ অনিষ্পন্ন রয়েছে । তন্মধ্যে প্রায় ৮০ ভাগই সাধারণ আপত্তি । অনিষ্পন্ন **সাধারণ আপত্তি** পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- অধিকাংশ আপত্তি পদ্ধতিগত, ব্যবস্থাপনা ত্রুটি সংক্রান্ত এবং আর্থিক সংশ্লেষ বিবেচনায় কম গুরুত্বপূর্ণ বিধায় এসব আপত্তি অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি । দীর্ঘদিনের পুরাতন এসব আপত্তিসমূহ সময়ের পরিক্রমায় গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে ।
- পুঞ্জিভূত অনিষ্পন্ন আপত্তিসমূহের নিষ্পত্তিকরণ প্রক্রিয়ায় নির্বাহী কর্তৃপক্ষ এবং অডিট অধিদপ্তর উভয়েরই বিপুল জনবল, সময় ও সম্পদ নিয়োজিত রাখতে হচ্ছে । এ সকল আপত্তি নিষ্পত্তিকরণে গৃহীত ফলো-আপ কার্যক্রম যেমন- ব্রডশীট জবাব, দ্বি-পক্ষীয় সভা আয়োজন ও এতদ্‌সংক্রান্ত নথি ব্যবস্থাপনায় যে শ্রমঘন্টা ও অর্থ ব্যয় হয় সে তুলনায় অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির হার অনেক কম ।
- দীর্ঘদিনের পুরাতন এসকল আপত্তির সাথে জড়িত ব্যক্তিদের সনাক্ত করা কঠিন হয়ে পড়ে । ফলে অধিকাংশ আপত্তির নিষ্পত্তিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হয় না । এ কারণে চলমান প্রথাগত কার্যক্রম ব্যয় সাশ্রয়ী ও কার্যকর (cost effective) বিবেচিত হচ্ছে না ।
- অনিষ্পন্ন আপত্তি ব্যবস্থাপনায় উল্লেখযোগ্য জনবল ও সম্পদ নিয়োজিত রাখার ফলে সময় উপযোগী মানসম্পন্ন পারফরমেন্স ও ফিন্যান্সিয়াল অডিট কার্যক্রম কাঙ্খিত মাত্রায় উন্নীত করা সম্ভব হচ্ছে না । এছাড়াও সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপরেখা বাস্তবায়নের কাঙ্খিত সুফল জনগণ সঠিকভাবে পাচ্ছে কিনা তা নিশ্চিতকরণে কার্যকর অডিট পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না ।
- দীর্ঘদিনের পুরাতন আপত্তি অনিষ্পন্ন থাকায় ক্ষেত্রবিশেষে সুস্পষ্ট দায়-দায়িত্ব না থাকা সত্ত্বেও পেনশন প্রাপ্তিতে অনেককে হয়রানির শিকার হতে হয় ।

বর্ণিত প্রেক্ষাপটে অডিট অধিদপ্তর ও নির্বাহী কর্তৃপক্ষের জনবল, অর্থ ও সময়ের সর্বোত্তম ব্যবহার, পেনশন অনুমোদনে ভোগান্তি লাঘব, ঝুঁকি ভিত্তিক ও প্রযুক্তি নির্ভর মানসম্পন্ন পারফরমেন্স ও ফিন্যান্সিয়াল অডিট কার্যক্রম জোরদারকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল ১৯৭১-৭২ অর্থবছর থেকে ২০০৯-১০ অর্থবছর পর্যন্ত সকল **সাধারণ আপত্তি** নিষ্পত্তি হিসেবে গণ্য করার সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন । এ সিদ্ধান্তের ফলে নির্বাহী কর্তৃপক্ষ এবং অডিট অধিদপ্তর উভয়েরই জনবল ও সম্পদের যৌক্তিক ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হবে ।

উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে ১৯৭১-৭২ অর্থবছর থেকে ২০০৯-১০ অর্থবছর পর্যন্ত সকল **সাধারণ আপত্তি** নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে এই পত্রটি চূড়ান্ত নিষ্পত্তি পত্র হিসেবে গণ্য হবে । মুখ্য হিসাবদানকারী কর্মকর্তা (Principal Accounting Officer) তার আওতাধীন অফিসসমূহে বিষয়টি অবহিত করবেন । এক্ষেত্রে প্রতিটি আপত্তির জন্য পৃথক নিষ্পত্তি পত্র জারি করা হবে না । তবে আপত্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আদালতে কোনো মামলা থাকলে সেক্ষেত্রে আদালতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।

(------------)
মহাপরিচালক
ফোন: ------------------

নং-সিএজি/এএন্ডআর উইং(প্রশা)/২০১৯-২০/১৫/৬৮ তারিখ: ১৪-০৬-২০২০ খ্রিঃ।

সদয় জ্ঞাতার্থে এবং কার্যার্থে বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) ঃ

১. মহাপরিচালক, শিল্প, বাণিজ্য ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান/ আর্থিক ও উপযোজন হিসাব /রাজস্ব অডিট/ গৃহায়ন ও ভৌত অবকাঠামো/ পরিবহন অডিট/ আইটি অডিট/ পররাষ্ট্র ও প্রবাসী কল্যাণ/ বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প/ বিজ্ঞান, তথ্য এবং প্রযুক্তি/ প্রতিরক্ষা অডিট/ শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ধর্ম বিষয়ক/ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ/ কৃষি এবং পরিবেশ/ পার্বত্য চট্টগ্রাম, পল্লী উন্নয়ন ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠান/ জনপ্রশাসন এবং সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান/ সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ/ বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও প্রাকৃতিক সম্পদ অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা-১০০০
২. পিএসটু সিএজি, সিএজি কার্যালয়, ঢাকা।
৩. এসিএজি (রিপোর্ট-১,২/ হিসাব/ সংসদ), সিএজি কার্যালয়, ঢাকা।
৪. পিএটু ডিসিএজি (সিনিয়র),সিএজি কার্যালয়, ঢাকা।
৫. পিএটু ডিসিএজি (এএন্ডআর),সিএজি কার্যালয়, ঢাকা।
৬. পিএটু এডিসিএজি (সংসদ),সিএজি কার্যালয়, ঢাকা।
৭. অফিস কপি/ গার্ড ফাইল।

১৪/০৬/২০২০

(মোঃ আলমগীর হোসাইন)
অডিট এন্ড একাউন্টস অফিসার (প্রশাসন)
একাউন্টস এন্ড রিপোর্ট উইং